আগমনী

গীতিকা।

———:০:———

(কৈলাস-কুসুম, প্রমীলার-পুরী, মণি-মন্দির,

অক্রূর-সংবাদ, দান-লীলা, কোনটা-কে

প্রভৃতি রচয়িতা)

শ্রীনগেন্দ্র নাথ ঘোষ

প্রণীত।

(আত্ম-শক্তি [৭ই মাঘ ১৩৩৩] হইতে পুনর্মুদ্রিত)

মূল্য এক আনা।

আশৈশব

যিনি

আমাকে স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছেন

সেই পরম ভক্তি-ভাজন

৺কৈলাসচন্দ্র মিত্র মহোদয়ের

পবিত্র স্মৃতির

উদ্দেশে

এই ক্ষুদ্র গীতিনাট্য খানি

উৎসর্গ করিলাম।

শ্রীনগেন্দ্র নাথ ঘোষ।

আগমনী।



কাশ-পুষ্প বেষ্টিত ধান্য ক্ষেত্রে শরৎ ঋতু।

কাজল মাখা, মেঘের মালা
থেকনা আর ঢেকে আকাশ।
ছুঁয়োনা আর ফুলবালা
বাদল ডাকা সজল বাতাস।

দিক-বলয়ে পূরি সীমা,
শূন্যে ফুটি উঠুক নীলিমা,
রবি করে বাড়ুক রঙ্গিমা
চন্দ্রে চারু রজত বিভাস।

আনন্দিত জগজন মম আগমনে,
সঘনে গগনে উঠে আবাহন গীতি,
দুর্গতি-দলনী-দুর্গা আসিবেন বলি।
যেন হয় দয়াময়ী—ভক্ত দুঃখ হরা,
সুজলা সুফলা ধরা প্রসাদে তোমার।



(গিরিপুরী কক্ষ। গিরিরাজ শায়িত, নিদ্রোত্থিতা মেনকা)

উঠ, গা তোল গো গিরি।
হেরিনু স্বপন বশে

মা, মা, বলে এসে পাশে
ডাকে উমা ধীরি ধীরি।
তনু খানি কালি মাখা,
শশী যেন মেঘে ঢাকা,
দু'করে দু'গাছি শাঁখা
দেখা দিয়ে গেল ফিরি।

মেনকা। কই উমা? কোথা উমা? নয়ন পুতলী?
মা বলে ডাকিয়া মোরে কোথা গেল চলি?
স্নেহমাখা সেই স্বর করিয়া শ্রবণ,
আনন্দে আপন হারা মেলিনু নয়ন,
কই উমা? কোথা উমা? করিল গমন!
না পারি বুঝিতে তত্ত্ব পাগল জামাই
উমার বরণ কাল হইয়াছে তাই।
উঠ উঠ গিরিরাজ ত্বরা কর সাজ,
মেনকার রাখ প্রাণ উমা এনে আজ।

গিরি। ঘুচেনি মোহের ঘোর আজো গিরিরাণী,
নাহি চিন সে কারণে দেব শূলপাণি!
সম জ্ঞান তাঁর চিতাভস্ম ও চন্দনে,
স্বর্ণপুরে ও শ্মশানে, কঙ্কালে কাঞ্চনে।
শোন, কহি গিরিরাণি! একা তুমি নয়
আকুল উমার লাগি আমারও হৃদয়।
রজনীর অন্ধকার করিয়া বিনাশ,
উদয় অচলে ভানু হইলে প্রকাশ,

কৈলাস—কৈবল্য-ধাম করিয়া গমন,
দিব আনি উমা ধন স্থির কর মন।

মেনকা। বিলম্ব অধিক নাই প্রভাত হইতে,
সব কাজ ফেলি যাও উমারে আনিতে।
যতক্ষণ নাহি আস নিয়া উমাধনে
অনশনে রব আমি পড়ি ধরাসনে।

কৈলাস কমল শোভিত হ্রদ কৈলাস বাসিনীগণ।

কৈঃ বা। খুলে বদন খানি, উষারাণী
আলো করে ঐ উঠেছে হেসে,
আহা) মন ভোলান মোহন বেশে।
হাসে ফুল থরে থরে,
শোভা ধরে রবির করে,
নিশির শিশির পবন ভরে,
ঝর্ ঝর্ ঝর্ পড়ছে খসে—
শোন্‌লো শোন্ পাখীর গান
গগন ছেয়ে তান যাচ্ছে ভেসে।

কৈঃ বা। শরতের সমাগমে প্রকৃতি সুন্দরী
মোহিল নয়ন মন হয়ে নীলাম্বরী।

কৈঃ বা। যেথা জল সেথা ফুটে হাসিছে কমল,
বিতরিয়া পরিমল প্রভাতী পবনে,
যেথায় কমল সেথা মত্ত অলিদল
গুঞ্জরিছে অবিরল জুড়ায়ে শ্রবণে।

কৈঃ বা। কি ছার কমল শোভা, অলির গুঞ্জন,
চল সবে জুড়াইব নয়ন, শ্রবণ,
হেরি মা দুর্গার পদ-কমল-দু'খানি,
শুনি তার শ্রীমুখের শুভাশিস্ বাণী।

সকলে। বেশ কথা তাই চল।

দলে দলে শতদলে নে সখি তুলে নে।
মালা গেঁথে, মার অভয় পদে ভক্তি ভরে দেব গে।
বসে অভয় চরণ তলে,
ডাকব সুখে মা, মা বলে,
মনের মলা যাবে চলে
দয়াময়ীর নামের গুণে—
দুঃখহরা পরাৎপরা এমনধারা আছে কে।

ভব-ভবন। দুর্গা ও জয়া।

জয়া। কি হেতু বিমনা আজ হেরি মা তোমাকে?

দুর্গা। আকুল হয়েছি জয়া জননীর ডাকে।

জয়া। জননীর ডাকে যদি আকুল পরাণ
কেন নাহি গিরিপুরে করিছ প্রয়াণ?

দুর্গা। উদয় অচলে আলো ফুটিতেছে ধীরে,
শারদ সপ্তমী হবে প্রভাত অচিরে,
পিতার সংবাদ নাই, চিন্তা সে কারণ,
কৈলাসে আসিয়া পিতা দিলে নিমন্ত্রণ,
মহেশ দেবেন যেতে জনক ভবন।

জয়া। যথায় দিগন্ত রেখা মিশেছে আকাশে,
হের রথ, গিরিরাজ আসেন কৈলাসে,
অনুমতি নিতে যাও পশুপতি পাশে।

ওগো মায়াতীত মা আমার।
মায়ের ডাকে, দুটী চোখে ফেলছ আজ শতধার।
কত নারী, কত নর, ডাকে তোমা নিরন্তর,
শুনে সে করুণ স্বর,হওনা'ত এত কাতর,
চেন তুমি আপন পর, মনে মনে বুঝলুম্ এবার।

জয়ার প্রস্থান। গিরিরজের প্রবেশ।

গিরিরাজ। আহা কি সুন্দর কৈলাস—কৈবল্যধাম,
শিব দুর্গা নাম অবিরাম,
উঠিছে কিন্নর কণ্ঠে বীণা ধ্বনি সহ।
ফলে, ফুলে সুশোভিত তরু, লতাবলী,
কাকলী পূরিত কুঞ্জ, কুসুম কানন।
সুশীতল সমীরণ সদা প্রবাহিত,
শান্তি দেবী মূর্ত্তিমতী হয়ে বিরাজিত।
চারিধারে মহাশূন্যে নীলিমা মণ্ডিত,
ভ্রমিতেছে অগণিত ব্রহ্মাণ্ড বিশাল।
মস্তকে তুষার মৌলী হিমাদ্রি-অচল,
সিন্ধু-জল-চুম্বিত-চরণ,
নর-নিকেতন ওই শ্যামা বসুমতী।
ধীর গতি ওই যাইতেছে বৃহস্পতি,
সঙ্গে নিয়ে চন্দ্র চতুষ্টয়।

জ্যোতির্ম্ময় বলয় বেষ্টিত,
ওই গ্রহবর শনৈশ্চর।
মোক্ষধাম কৈলাসের অপূর্ব্ব প্রভাবে,
গিয়াছি উমার কথা একেবারে ভুলি।
যাই যথা বিরাজেন ব্যোমকেশ শূলী।

(যোগাসনে মহাদেব। দূরে প্রহরী নন্দী।)

নন্দী। বিভাতিল বিভাবরি উদিল তপন,
কনক কিরণজালে রঞ্জিয়া গগন।
সঞ্জীবনী শক্তিবশে পেয়ে নবপ্রাণ
জীবন প্রবাহ বিশ্বে হলো বহমান।
বিরহিত বাহ্যজ্ঞান স্তিমিত লোচন,
যোগীকুল ধ্যেয় যোগী ধ্যানে নিমগন।
ধীরে ধীরে করিছেন নেত্র উন্মীলন—

মহা। বসুমতী, বৈশ্বানর, বায়ু, বারি, ব্যোম,
এ সৌর জগৎ পঞ্চ-ভূতের সমষ্টি!
সৃজিত কি এই পঞ্চ-ভূত?
অথবা অনন্ত কাল আছে বিদ্যমান?
রবে কি এভাবে চির, কিম্বা ধ্বংশ হবে?
কেন হ'ল জীব সৃষ্টি, হ'ল কি প্রকারে?
অনিত্য অথবা নিত্য জগতে জীবাত্মা?
আত্মা যদি দেহ হতে প'শে দেহান্তরে,
জাতিস্মর জীবকুল নহে কি কারণ?
নব দেহে করে আত্মা কিরূপে প্রবেশ?
কিরূপে নির্ব্বাণ লভে আত্মা অবিনাশী?

পুরুষ প্রকৃতি ভেদ হ'ল কি কারণ ?
পূর্ব্বাকাশে হ'ল যবে প্রথম প্রভাত,
এ ভেদ কি ছিল তবে ? হবে কি অভেদ ?
না পারি এসব তত্ত্ব করিতে মীমংসা !

(চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। দুর্গা ও জয়ার প্রবেশ।)

নন্দী। জয়া সনে জগদম্বা আসেন এদিকে,
দীনের প্রণাম লহ হে মুক্তি দায়িকে।

দুর্গা। ভক্তিডোরে মোরে নন্দী করেছ বন্ধন,
করি আশীর্ব্বাদ হবে অভীষ্ট পূরণ।
মিল আঁখি ক্ষণ তরে দেব ত্রিলোচন,
রাজীব চরণে কিছু আছে নিবেদন।

মহা। হে পার্ব্বতি ! ছিনু হ'য়ে তোমাতে তন্ময়
ভক্ত পাশে তাই বুঝি হইলে উদয় ?
হে শিবানি ! কহ শুনি কিবা সাধ মনে—

দুর্গা। দেহ অনুমতি যাব জনক ভবনে।
জনকের রথ হের আসিছে অদূরে
দিতে নিমন্ত্রণ, নিতে মোরে গিরিপুরে।

মহা। কৈলাস আঁধার হবে তোমার বিহনে,
শক্তিহারা হায় শিব রহিবে কেমনে।

দুর্গা। তিন দিন মাত্র রব জননী সদনে।

মহা। তি—ন—দি—ন, তিন যুগ, তিন কল্প সম
তোমার বিহনে দেবি জ্ঞান হবে মম।

ইচ্ছা যেতে গিরিপুরী যাও ভবরাণী,
এস নন্দী, গিরিরাজে আগুসারি আনি।

(মহাদেব ও নন্দীর প্রস্থান)

জয়া। হের মা আসিছে কৈলাস বাসিনীগণ
অভয় চরণ তোর করিতে বন্দন।

কৈঃ বা। মা তোর পাদপদ্মে এই
পদ্মের মালা দিতে এসেছি।

দুর্গা। মম বরে ঘুচে যাবে অজ্ঞান তিমির
দিব্যালোকে পূর্ণ হবে মানস মন্দির।

মা বলে কি সাধে ডাকি।
ভক্তিভরে, ডাকলে পরে
ছুটে এসে মুছায় আঁখি।
মা'র নামে সুধা ঝরে
তাপিত প্রাণ শীতল করে,
ঐ অভয় পদ হৃদে ধরে
আয় সবে মা'র কাছে থাকি।

(সকলের প্রস্থান)

ভব-ভবন দুর্গা ও গিরিরাজের প্রবেশ।

গিরি। কোথায় প্রাণের উমা আয় শীঘ্র আয়
পিতা বলে ডাক এসে পাষাণ পিতায়।

দুর্গা। এইযে—এইযে পিতা করগো কল্যাণ।

গিরি। বিধি, বিষ্ণু ধ্যানে তোরে পায়না সন্ধান,

কি বলে আশিস্ তোরে কহিব কহনা ?
জেনে শুনে কেন গো মা করিস্ ছলনা ?

দুর্গা। দিব্য ভাবে গিরিরাজ করিছে দর্শন
অন্য কথা পাড়ি, করি মায়াতে বন্ধন।
স্নেহময়ী মা মেনকা, তোমার কারণ
অনুক্ষণ মন মম হয় উচাটন।
চেয়েছিনু পথ পানে এতক্ষণ ধরি,
ভাবিনু বিলম্ব হেরি গিয়াছ পাশরি।

গিঃ রা। পাশরিব তোরে উমা কহিলি কি করি ?
তোর মুখ মনে জাগে দিবস শর্ব্বরী।
মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথা মোর মৈনাকের শোক,
যথাকালে তোরে নিতে আসি শিবলোক।

দুর্গা। গিরিপুরে মা আমার আছেত কুশলে ?

গিরা। তোর তরে কাঁদে রাণী ভাসি আঁখি জলে,
কোথা উমা উমা বলি পড়ে ধরাতলে।
গিরিপুরী যেতে গৌরী কর আয়োজন
শঙ্করের অনুমতি করেছি গ্রহণ।

(প্রস্থান। জয়ার প্রবেশ)

জয়া। ভেবেছিনু ও বরাঙ্গ করিব শোভন,
কুবের ভবন থেকে আনিয়া ভূষণ।
অসাধ্য সাধনে সাধ হেরিয়া আমার
দিলেন ঘুচায়ে দেবী মোহের আঁধার।

দুর্গা। কি ভাবে বিভোর আজ জয়ার হৃদয় ?

জয়া। অন্তরযামিনী! তব অবিদিত নয়।

মার রূপ ভুবন ভরি,
তার পরে কারিকুরি
করে হেন শক্তি কার।
অনন্তে ফুটাবে সান্ত আলোকে আঁধার।
পেতে মা'র স্বরূপ তত্ত্ব,
ভোলানাথ ভাবে মত্ত,
নাহি পেয়ে আদি অন্ত
করেছেন ঐ চরণ সার।

[ভৈরবগণের প্রবেশ]

প্রঃ ভৈ! মা আমরা তোর সঙ্গে যাব।

দুর্গা। বাছারা! তোদের ফেলে আমি কি কোথা যাই?

দ্বিঃ ভৈ। বলি ও নন্দী দা, গা ঢাকা দিলে কেন এস, শুনে যাও, তুমি না বলেছিলে আমাদের যাওয়া হবেনা?

সকলে। দু—ও—নন্দী—দা!

তৃঃ ভৈ। নন্দী দা'র হার হয়েছে, বাস্ আর কেন। আয় একবার নেচে নি।

হ—হ—হ।

ধুমকিটি ধিমিকিটি, ধেত্তা ধেত্তা ধেত্তা, ধ-ধ-ধ।
দু'শো মজা বগল বাজা,
রাজার রাজা গিরিরাজা

খেতে দেবে তু'পিট ভাজা
মামার বাড়ী চ—চ—চ।

গিরিপুরী—কক্ষ। মেনকা ভূমিশর্য্যা—পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিলেন।

মেনকা : এখন আসেনি উমা? আয় আঁখিতারা,
কাতরা জননী তোর কেঁদে কেঁদে সারা,
মা বলে আসিয়া কাছে মুছা অশ্রুধারা।

বহুক্ষণ গিরিরাজ গেছেন কৈলাসে,
এখনও উমারে নিয়ে কেন নাহি আসে?
পুর নারী কণ্ঠে উঠে আনন্দের ধ্বনি,
এসেছে এসেছে উমা নয়নের মণি!

(উমার প্রবেশ)

উমা। মা, মা, মিল আঁখি উঠ শোক পরিহরি,
এসেছ তোমার উমা লহ কোলে করি।

(মেনকার অঙ্কে বসিলেন)

মেনকা। তোর তরে কেঁদে কেঁদে অন্ধ দু'নয়ন,
না পাই দেখিতে তোর ও চাঁদ বদন,
শুনি স্বর সুধামাখা জুড়াল জীবন।

শোন উমা, দিবানিশি জপি তোর নাম
না জানি কি লাগি তুই তবু এত বাম।
বর্ষে, বর্ষে, যান গিরি আনিতে কৈলাসে
দায়ে পড়ে আস মাগো মেনকার পাশে।
মায়ের উপরে টান থাকিলে তেমন
মাঝে, মাঝে, নিজে এসে দিতে দরশন।

উমা। যে ঘরেতে ঘর করি জানত জননী,
"অন্নদে অন্নদে বলি" পোহলে রজনী,
কত আসে নারী, নর, সংখ্যা তার নাই,
সদত মগন ধ্যানে তোমার জামাই,
আমি মেয়ে বলে তাই এঘর চালাই।
মাঝে মাঝে আসি যাই সদা সাধ মনে
ঘর কন্না মজে যাবে নারি সে কারণে।

মেনকা। নাহি মিঠে মনসাধ উমারে নিরখি—
আঁধার ঘর আলো করা আদরিণী মেয়ে।
হেরি সব হাসিভরা আজ তোরে কোলে পেয়ে।
দিবনা কৈলাসে যেতে,
রাখ্‌বো ধ'রে বুক পেতে
রেখে বাহু পাশে বেঁধে
রব মুখ পানে চেয়ে।

ভারতে ভক্তগৃহে প্রতিমা সমক্ষে গলবস্ত্রে নরনারী।

স্ত্রীগণ। দুর্গে! দুর্গতি নাশিনী।
কিবা রূপ মরি মরি, দশভূজা, রাজেশ্বরী
ভুবন পালিনী।

পুরুষগণ। হের সবে আঁখিভবি, আদ্যাশক্তি শুভঙ্করী
বামে বাণী বীণাধরি, দখিণে দুঃখহারিণী।

স্ত্রীগণ। জয় জগন্ময়ী জয়, দেমা সবে বরাভয়,
লহ বলি রিপু ছয়, কৈবল্য দায়িনী।

যবনিকা।